কে হবেন গলসি ১নং ব্লক সভাপতি, জল্পনা তুঙ্গে

পরেশ পাল

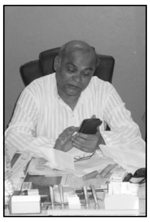
জনার্দন চ্যাটার্জী

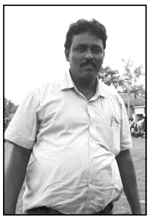
জাকির হোসেন

কাশীনাথ চ্যাটার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গলসি ১নং ব্লকে শাসকদল তৃণমূলের ভিতরে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কড়া হাতে দমন করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাওয়ার পূর্বে জেলা নেতারা চাইছেন গলসি ১নং ব্লকে ব্লক সভাপতি নিয়োগ করতে তাই তারা নেমেছেন কোমর বেঁধে। গলসি ১নং ব্লকে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী রয়েছে। তবে প্রধান দুই গোষ্ঠী হল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সেচ কর্মাধ্যক্ষ পরেশ পাল। অন্য গোষ্ঠী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী। জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী বলা হলেও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তার নিজের গোষ্ঠীর একটি অংশের সদ্ভাব খুব কম। কিন্তু পরেশ পাল জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হয়ে যাওয়ার পরে পরেশ পাল বিরোধীরা দলে ভারি গোষ্ঠী হল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গোষ্ঠী। কার হাতে যাবে ব্লক সভাপতির মুকুট এই নিয়েই এখন জোর জল্পনা গলসি ১নং ব্লকে। দুটি নাম খুব বেশী উঠে আসছে। সেই দুটির একটি প্রবীণ তৃণমূল নেতা পরেশ পাল গোষ্ঠীর কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। অন্য নামটি হল খোদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা পরেশ পালের বিরোধী গোষ্ঠীপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায়। চলতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে গলসি ১নং ব্লকে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। পরেশ পাল গোষ্ঠী এবং জনার্দন চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজির মতো ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে ১৮ জন গ্রেফতার হয় সেই সময়। বর্তমান শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক নিজে দাঁড়িয়ে জনার্দন চট্টোপাধ্যায়কে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোনীত করেন। আবার সেই একই পরিস্থিতি ঘটতে চলেছে বলে জল্পনা তৃণমূলের অন্দরে। কারণ ব্লক সভাপতির পদে লড়াই সেই কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। তবে এই দুই নেতা ছাড়াও ব্লক সভাপতির লড়াইয়ে যাদের নাম উঠে আসছে তারা হলেন জাকির হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারন্যাম স্বপন ঘোষ এবং প্রবীণ নেতা পরেশ পাল নিজে। গলসি ১নং ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচন শাসকদলের কাছে অ্যাসিড টেস্ট। সিপিএমের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে ছোটভাবে নিচ্ছে না তৃণমূল জেলা নেতারা বলে জানান এক অতি প্রভাবশালী জেলা নেতা। বিজেপিকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। তৃণমূলের জেলা নেতাদের হিসাব মতো গলসি ১নং ব্লকে নয়টি পঞ্চায়েতে আসন পাওয়ার ক্ষমতা নাই বিজেপির। বিজেপি নিয়ে কার্যত আদৌ ভাবছে না তৃণমূল জেলা নেতারা। কিন্তু সিপিএম শক্ত বাধা বলেই মনে করছেন তৃণমূল জেলানেতারা বলে সূত্রের খবর। আর এই কারণেই কোন এক গোষ্ঠীর হাতে ব্লকের ক্ষমতা দেওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করছেন জেলা নেতারা। সূত্রের খবর, জেলা নেতারা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছেন সভাপতি একটি গোষ্ঠীর থেকে আর কার্যকরী সভাপতি অন্য গোষ্ঠীর মধ্য থেকে করা হোক। গলসি ১নং ব্লকে সংখ্যালঘু ভোট প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না কোন দল। সেই হিসাবে শাসকদলের জেলা নেতারা চাইছেন কার্যকরী সভাপতি করা হোক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে। সূত্রের খবর, শাসকদলের সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধায়কের পছন্দ জনার্দন চট্টোপাধ্যায়। জেলা নেতাদের একাংশ চাইছেন প্রবীণ নেতা পরেশ পাল কিম্বা জনার্দন চট্টোপাধ্যায়। দলের একটি বড় অংশ চাইছে একেবারে নতুন মুখ। নতুন মুখ হিসাবে উঠে আসছে জাকির হোসেনের নাম। শেষ মুহূর্তে হয় পরেশ পাল নয় জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সভাপতির পদে বেছে নিয়ে জাকির হোসেনকে কার্যকরী সভাপতি করা হবে বলে সূত্রের খবর। সময় বলবে কার ভাগ্যে ব্লক সভাপতির শিকে ছিঁড়বে।

দুর্গাপুরের প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের বড়গড়িয়াতে কঠিন ও তরল বর্জ্য পরিশ্রুতিকরণ কেন্দ্র এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ভ্যান। নিজস্ব চিত্র

আন্তর্জাতিক খ্যাত নবদ্বীপের রাসযাত্রা নিয়ে নবদ্বীপ থানার প্রশাসনিক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ রবিবার চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ ধামে রাসযাত্রা নিয়ে প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হল নবদ্বীপ থানায়। প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবীর কুমার পাল, স্থানীয় বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ সাহা, স্থানীয় কাউন্সিলাররা। নবদ্বীপ পুর এলাকার রাস উৎসব কমিটির উদ্যোক্তারা। নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ সাহা বলেন, এই রাসযাত্রায় কার্নিভাল করা হবে। এর জন্য শহরের বাছাই করা কিছু পুজো কমিটিকে এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা নির্বাচিত করব। জানা গিয়েছে যে, নবদ্বীপ শহর ও তার সংলগ্ন এলাকায় ৪০০টি রাস কমিটি পরিচালিত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই রাতকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। এই রাস উৎসবকে শান্তিতে সম্পূর্ণ করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবীর কুমার পাল। তিনি পুজো কমিটির সকল সদস্যদের কাছে আবেদন জানান যে, এই উৎসব আমার শহরের মানুষের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দেশবিদেশ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে, রাসযাত্রায় যেন কোনরকম শান্তি বিঘ্নিত না হয়। মদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমনটাই তিনি এদিন জানিয়ে দিয়েছেন। রাসযাত্রায় মানুষের বড় আকর্ষণ রাসপরিক্রমা। পুরসভার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবির বহিরাগতদের জন্য থাকার ব্যবস্থার জন্য আশ্রয় শিবির করা হয়। নবদ্বীপ ফেরিঘাট, সড়ক ফেরিঘাট, মায়াপুর ফেরিঘাটে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় থাকে। তাই এই রাসযাত্রাকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য এদিনকার সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, দুর্দিনের সময় যেসব কর্মী ছিলেন তাদের কাছে টেনে নিতে হবে ঃ স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ রবিবার ছিল ছুটির দিন। কিন্তু তৃণমূল যারা করে আসছেন তাদের এ দিন ছুটি নেই। রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকে ছুটে বেড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি এদিন কালনা ১ নং ব্লকের ধাত্রীগ্রাম, পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের সমুদ্রগড় তাঁত কাপড় হাটে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্যে এক সম্মেলনে যোগ দেন। সমুদ্রগড় তাঁর কাপড় হাটে এই বিজয়া সম্মেলনীতে রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী আরতি খান, রিতা প্রামাণিক, মিঠু রায়, পরিমল দেবনাথ, দিলীপ মল্লিক প্রমুখরা। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ও সাংগঠনিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি গ্রামীণ স্বপন দেবনাথ বলেন যে, দুর্দিনে যে সমস্ত কর্মী-সমর্থক দূরে সরে আছেন তাদেরকে কাছে টেনে নিতে হবে। মানুষকে বাদ দিয়ে পঞ্চায়েত দখল করার কথা ভাববেন না। আমাদের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন, উন্নয়ণকে হাতিয়ার করে মানুষকে ভালোবেসে ভোটে জিততে হবে। আমাদের সরকার বহু

প্রকল্পের কাজ করেছে। উন্নয়ণের কর্মযজ্ঞ চলছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প বিশ্বসেরা স্বীকৃতি পেয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা ১০০ দিনের কাজে দেশের সেরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার পুরস্কৃত করেছে এই জেলাকে। কিন্তু স্বপন দেবনাথ আক্ষেপ করে বলেন যে, তবুও কিছু কিছু ১০০ দিনের কাজে যুক্ত সুপারভাইজারদের অনিয়মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়গুলোর উপরে স্থানীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আরো বলেন, ম্যাট্রিক, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপে জেলার কোটা এখনও পূরণ হয়নি। একই ছবি গীতাঞ্জলি সহ আরো বেশ কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে বলেও তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। অথচ অনেকেই এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না কেন তা আপনারা তদারকি করছেন না। খাদ্যসাথী প্রকল্পে কম্পিউটারে ভুলের কারণে বেশ কিছু গন্ডগোল হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। দেখা গিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, প্রাইমারি শিক্ষক, হাইস্কুল শিক্ষকরা ২ টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছেন অথচ আদিবাসী পরিবার বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এইসব দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রেখে উন্নয়ণের ধারাকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, দলকে চাঙ্গা করার জন্য, শক্তিশালী করার জন্য সকলকে জোটবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মানুষকে বাদ দিয়ে যেমন উন্নয়ণ হয় না তেমনি কোন ক্ষমতা দখল করাও যায় না। তাই মানুষকে সাথে নিয়েই আমাদের আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়তে হবে এবং বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত করার আহ্বান জানান তিনি। বক্তব্যের শেষলগ্নে তিনি বলেন যে, বুথে বুথে যান, সরকারি প্রকল্প কারা কারা পেয়েছেন কারা কারা পাননি এইসব সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান। সেই সাথে সরকারের উন্নয়ণকে অব্যাহত রাখতে আবেদন জানাতে হবে ওদের কাছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ২১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২৩টি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন আসছে সামনেই। তাই আর বসে থাকার সময় নেই এবার অভিযানে নেমে পড়তে হবে। মানুষের কাছে যেতে হবে দলকে শক্তিশালী করতে সরকারি প্রকল্পের কথা তুলে ধরতে হবে। বর্ধমান শহর, জামালপুর, কেতুগ্রাম, কাটোয়া, মঙ্গলকোট এলাকায় এদিন অভিযান চালান তৃণমূলের নেতানেত্রীরা। শনিবার বর্ধমান শহরের লোকসংস্কৃতি মঞ্চে ও তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, বিধায়ক সুভাষ মন্ডল, বিধায়ক নিশীথ মালিক, উত্তম সেনগুপ্ত, উজ্জ্বল প্রামাণিক সহ আরো অনেকে।

সম্পত্তির বিবাদে দাদা, বৌদি ও বৃদ্ধা মাকে মারধরের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে দাদা, বৌদি ও বৃদ্ধা মাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো মেজো ছেলে সুশান্ত পাকড়ের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই উধাও সুশান্ত। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের দাদপুর দাসপাড়া গ্রামে। স্থানীয়রা আক্রান্ত বৃদ্ধা গীতারানি পাকড়ে, প্রশান্ত পাকড়ে ও তার স্ত্রী চৈতীকে উদ্ধার করে। গুরুতর জখম বৌদি চৈতী পাকড়েকে প্রথম জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়। তার মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে পরিবারে সদস্যরা জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শনিবার বিকালে জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বাড়ির বড়ো ছেলে প্রশান্ত পাকড়ে বলেন, আমাদের তিন ভাইকে বাবা সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে দেয়। সেই জায়গা খালি পড়ে থাকায় প্রশান্তবাবু সেখানে আতা ও নারকেল গাছ বসিয়ে দেয়। সেই গাছে আতা ধরেছিল। পুজোর সময় আমরা শ্বশুরবাড়ি দিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে দেখি গাছ থেকে সমস্ত আতা পেড়ে নিয়েছে তার ভাই। প্রশান্ত তার বাবাকে ঘটনার কথা জানায়। এদিকে শুক্রবার বিকেলে সেই আতা গাছের পাতা ঝাট দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রশান্তবাবুর স্ত্রী চৈতির সঙ্গে বচসা শুরু হয় দেওর সুশান্তর। হঠাৎ সুশান্ত তার স্ত্রীকে মারধর করে। প্রশান্ত বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করতে থাকে। চৈতির মাথায় আঘাত করলে চৈতি জ্ঞান হারায়। সেই সময় তার মা গীতারানী দেবীকেও সুশান্ত মারধর করে। তড়িঘড়ি চৈতিকে প্রথমে জামালপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তার মাথার আঘাত গুরুতর। এদিকে অভিযুক্ত মেজোভাই সুশান্ত পাকড়ে ঘটনার পর থেকেই পলাতক। আক্রমণের সবিস্তার উল্লেখ করে শনিবার প্রশান্ত পাকড়ে জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ফের লুপ্তপ্রায় বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ আবার একশোর বেশি লুপ্তপ্রায় বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করল বর্ধমান জিআরপি। এবারো ডাউন দুন এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে। তবে বর্ধমান স্টেশন থেকে কচ্ছপগুলি উদ্ধার হলেও জিআরপির হাত ফসকে পালিয়ে যায় দুই পাচারকারী। রবিবার মেমারি স্টেশনে ডাউন দুন এক্সপ্রেস থেকে দেড়শোর বেশি কচ্ছপ উদ্ধার করে জিআরপি। মেমারি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ানোর পর তল্লাশি করে ১১টি ব্যাগ থেকে দেড়শোরও বেশি কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। ওইদিন জিআরপি কচ্ছপ পাচারের অভিযোগে মোট ৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল। এর মধ্যে ৪ জন মহিলা ছিলেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে কচ্ছপগুলি উত্তরপ্রদেশের সাহাগঞ্জ থেকে নদীয়ার চাকদা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদিন সকালে পানাগড় থেকে ডাউন দুন এক্সপ্রেসে নজরদারি চালায় জিআরপি কর্মীরা। গাড়িটি বর্ধমান স্টেশনের ৫ নম্বর প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ ট্রেনের কামরা থেকে ৫টি বস্তা প্ল্যাটফর্মে নামায়। সেই বস্তা খুলে দেখা যায় বস্তা ভর্তি কচ্ছপ। উদ্ধার হয় প্রায় ১০২টি কচ্ছপ।

গলসিতে কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কিশোরীকে ফুসলানোর অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে গলসি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আসির কাজি। গলসি থানার খানো গ্রামে তার বাড়ি। শুক্রবার বিকালে গলসি বাজার থেকে পুলিশ তাকে ধরে। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় কিশোরীও। শনিবার ধৃত এবং উদ্ধার হওয়া কিশোরীকে বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করে পুলিশ। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিশোরীর গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করানো হয়। ধৃতকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠিয়ে সোমবার ফের আদালতে পেশের নির্দেশ দেন ভারপ্রাপ্ত সিজেএম সঙ্গীতা দত্ত। ধৃত এবং কিশোরীর মেডিকেল পরীক্ষা করানোর জন্য আদালতে আবেদন জানান তদন্তকারী অফিসার। তা মঞ্জুর করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক স্টেট মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খানো গ্রামের ডাঙাপাড়ায় বছর ষোলোর ওই কিশোরীর বাড়ি। গত ১৫ জুন বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় সে। পরিবারের লোকজন খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আসির তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। পরের দিন কিশোরীর বাবা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন।

ভিখারি সেজে কাজ ঃ স্বপ্নাদেশে শুরু কালী পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পানাগড়ের প্রয়াগপুরে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবী কালী চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কলকাতার চিৎপুরের মিষ্টির দোকানে ভিখারি বেশে এসে কাজ খোঁজেন। কৈলাস চট্টোপাধ্যায় মিষ্টান্ন দোকানে বসে আছেন। আচমকাই এক মহিলা এসে হাজির হন। পোশাক-আশাক দেখে মনে হয় ভিখারি। মহিলা ভিক্ষা চাননি। মিষ্টান্ন দোকানে কাজ চেয়েছিলেন। কৈলাসবাবু কাজ দেন তাকে। বাসন মাজার কাজ। কিন্তু মহিলা মাত্র একদিন সেই কাজ করেন। পরের দিন আর মহিলাকে দেখা যায় নি। সেইদিন রাতে কৈলাসবাবুকে দেবী স্বপ্নে আদেশ দেন তার বাড়িতে তাকে প্রতিষ্ঠা করে দেবীর আরাধনা করতে। কৈলাসবাবু পানাগড়ের প্রয়াগপুরের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং পরিবারের সদস্যদের

সাথে আলোচনা করে দেবীর আরাধনার প্রস্তুতি নেন। ১৮১০ সালে শুরু হয় দেবীর আরাধনা চট্টোপাধ্যায় পরিবারে। এমনটাই জানান চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য সাধন চট্টোপাধ্যায়। লোকসূত্রে জানা গিয়েছে, বহুপূর্বে এই মন্দিরে দেবীর হাতের খাঁড়া চুরি করতে আসে এক চোর। দেবীর শরীরে হাত দিয়ে হাতের খাঁড়া খুলে নেওয়া মাত্রই অন্ধ হয়ে যায় সেই চোর বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দেবীর আরাধনায় ফল মিষ্টান্ন ভোগ ছাড়াও অন্নভোগ দেওয়া হয়। পরিবারের মহিলাদের হাতেই অন্নভোগ দেবীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে পূর্বে পাঁচটি গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যদের অন্নভোগ খাওয়ানো হত। আর্থিক কারণে বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অমাবস্যা তিথি শুরু হলে দেবীর পুজো শুরু হয় এবং শেষ হলে পুজো শেষ হয়। পরদিন দেবীর নিরঞ্জন হয়। নিরঞ্জনের পর নরনারায়ণ সেবার প্রথা রয়েছে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের।

কালীপুজোর প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আগামী ১৯ তারিখ শ্যামা কালীপুজো। কালীপুজো আর প্রদীপ জ্বালাবেন না এমনটা হয় নাকি? কালীপুজোর সাথে বাহারী প্রদীপ অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। প্রদীপের সাত কাহন জানতে রবিবার গিয়ে হাজির কুমোর পাড়াতে। কথা বলতে বলতে জানা গেল, বছরের এই সময়টা মাটির অন্য সামগ্রী বাদ দিয়ে প্রদীপ তৈরি করতে বেশি ব্যস্ত থাকে মৃৎশিল্পীরা। শুধু প্রদীপ নয়, সাথে কালীঠাকুরের ছোট মূর্তিরও বেশ চাহিদা থাকে এই সময় বলে জানালেন চিনাকুড়ির মৃৎশিল্পী শ্যামল সাউ। তবে এখন কারিগর নিয়ে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে বলেও জানান তিনি। নতুন করে এই পেশায় আর কেউ আসতে চাইছে না তাই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে

জানান তিনি। এই সময়টা শিল্পাঞ্চলের চাহিদা মেটাতে কারিগরদের একটু বেশি সময় কাজ করতে হচ্ছে। কালীপুজোর সাথে সাথে রয়েছে দেওয়ালি উৎসব। দেওয়ালিতেও প্রদীপের প্রচলনরয়েছে। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ধরণের রঙিন প্রদীপ তৈরি করা হচ্ছে। অপরদিকে, এখন বেশ কিছু ইলেকট্রিক লাইট বাজারে আসাতে প্রদীপের বাজারে কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন আসানসোল গোপালনগরের বাসিন্দা লাইট ক্রেতা রাজীব কুমার দাস। তিনি এও বলেন, বাজারে নিত্য নতুন লাইট এলেও পুজোর কাজে মাটির তৈরি প্রদীপই ব্যবহার করে থাকে। শীল্পাঞ্চলে প্রদীপের চাহিদা মেটাতে এখন মৃৎশিল্পীদের মধ্যে ব্যস্ততা তুঙ্গে।

নলিনী নার্সিং হোম
পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি
ডাঃ কৌশিক কুণ্ডু
MBBS (KOL.), M.S. (G & O), Chennai.
Consultant Gynoecologist & Obstetruician.
Special Interest : Infertility.
প্রতি মঙ্গলবার
Laparoscopy (মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।
Ph. No.- 03211-255013/ Mob.- 8926893081

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222